



## আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ ও তার প্রতিকার

### রোগের লক্ষণ :

- ❖ রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা যায়, যা দ্রুত কালো রং ধারণ করে পতা পঁচে যায় এবং পরবর্তীতে গাছ মারা যায়।
- ❖ সকাল বেলা মাঠে গেলে আক্রান্ত পাতার নীচে সাদা পাউডারের মত জীবাণু দেখা যায়।



আলুর মড়ক রোগাক্রান্ত পাতা ও গাছ

অনুকূল আবহাওয়া : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের (মধ্য কার্তিক থেকে মধ্য ফাল্গুন) যে কোন সময় নিম্ন তাপমাত্রা (রাতে ১০-১৬° এবং দিনে ১৬-২৩° সেলসিয়াস), কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা আবহাওয়া ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। বাতাস, বৃষ্টিপাত ও সেচের পানির সাহায্যে এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

### আলুর লেইট ব্লাইট বা মড়ক রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

#### রোগ হওয়ার পূর্বে করণীয়

- আলুর মৌসুমে নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- রোগের অনুকূল আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭ দিন পর পর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা পেনকোজেব ৮০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় আক্রান্তের ২-৩ দিনের মধ্যেই এ রোগ মহামারী আকার ধারণ করতে পারে।

#### রোগ হওয়ার পর করণীয়

- আক্রান্ত জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।
- নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই ৪/৫ দিন পর পর নিম্নবর্ণিত গ্রুপের যে কোন অনুমোদিত ছত্রাকনাশক বা মিশ্রণ পর্যায়ক্রমে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
  - এক্রোবেট এম জেড (ম্যানকোজেব ৬০% + ডাইমেথোমর্ফ ৯%) অথবা
  - কার্জেট এম ৮ (ম্যানকোজেব ৬৪% + সাইমোক্সানিল ৮%) অথবা
  - সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি (ম্যানকোজেব ৫০% + ফেনামিডন ১০%) অথবা
  - মেলোডি ডুও ৬৬.৮ ডব্লিউপি থ্রোপিনেব ৭০% + ইথোভেলিকার্ব) ৪ গ্রাম+ সিকিউর ৬০০ ডব্লিউজি ১ গ্রাম।

#### সতর্কতা : গাছ ভেজা

\*অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক স্প্রে না করাই ভাল। আর যদি স্প্রে করতেই হয় তাহলে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশকের সাথে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সাবানের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করার সময় হাত মোজা, সানগ্লাস, মাস্ক ও এপ্রোন ব্যবহার করতে হবে। সবসময় বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে। সাধারণ স্প্রেয়ারের পরিবর্তে পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রকাশনায়: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মুন্সীগঞ্জ।